প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 07 ● Bardhaman ● 15 September 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● কি ভাবছেন,পত্রিকা দপ্তরে ফোন করে হুমকি দিলে কলম থেমে যাবে ? যত হুমকি দেবেন সত্যের পক্ষে কলম তত চলবে। চমকে ধমকে লাভ নেই। মনে রাখবেন, অসির থেকে মসি বড়।

● আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়,জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● বিহারে এসআইআরের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটি প্রুফ হিসেবে আধার কার্ডকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● চাকরির আশায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিতে বাংলায় হাজির যোগী রাজ্যের যুবক যুবতীরা। ভাবুন তাহলে,ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে বেকারদের কি হাল !

● ধনেখালি বিডিও অফিসের রিসিভিং সেকশনের দু'একজন কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সার্টিফিকেট নিতে আসা স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে। চরম হয়রানির শিকার স্কুল পড়ুয়ারা।

● বিধানসভায় ধুন্ধুমার। মমতা ব্যানার্জিকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোঁড়ার অভিযোগ। বিজেপিকে 'ভোট চোর' বলে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● বিধানসভায় এসব হচ্ছেটা কী ? এ বলে ও চোর,ও বলে এ চোর ! একে অন্যকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত। নেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, শুধুই হট্টগোল। এটা বিধানসভা না মাছের বাজার বোঝা দায় !

● প্রয়াত ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম।

● জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমা থেকে উঠে গেল জিএসটি। দাম কমতে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ১৭৫ টি দ্রব্যের। লটারি আর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ৪০ শতাংশ জিএসটি।

● ''নির্বাচন কমিশন যদি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করতে না পারে তাহলে আমরাও এরাজ্যে নির্বাচন করতে দেব না নির্বাচন কমিশনকে'',হুঙ্কার বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর।

● দুই ভুয়ো পুলিশকে গ্রেফতার করল পোলবা থানার পুলিশ।

● ''সেনাকে যখন বিজেপির কথায় চলতে হয় তখন দেশটা কোথায় যায় সন্দেহ জাগে'', ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের আধখোলা প্রতিবাদ মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রকে নিশানা করে তোপ দাগলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● আজ যিনি দুর্নীতি ইস্যুতে বড় বড় কথা বলছেন একসময় তিনিই

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালিতেও এবার অনুব্রত'র ছায়া ! ঠেঙিয়ে পাট কাচা করে দেবার হুমকি সাংবাদিককে !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালিতেও এবার অনুব্রত'র ছায়া ! অ্যাডভোকেট ধনেখালি ব্লকের দশঘরা হাইস্কুলের শিক্ষক দিবস পালনের খবর স্কুলের নাম

পরিচয় দিয়ে সাংবাদিককে ঠেঙিয়ে পাট কাচা করে দেবার হুমকি ! উকিলবাবুর মুখের ভাষা কি ! এ যেন দ্বিতীয় অনুব্রত ! ইনি নাকি আবার স্কুলের প্রেসিডেন্ট ! পত্রিকা দপ্তরে ফোন করে 'লোক দিয়ে ঠেঙিয়ে পাট কাচরা' করে দেবার হুমকির অভিযোগ দশঘরার জনৈক উকিল সাহাবাবুর বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,দিন সাতেক আগে উল্লেখ না করে খবর আজ কাল পরশু পত্রিকার ফেসবুক পেজে পোস্ট করায় হুমকির মুখে পড়তে হয় খবর আজ কাল পরশু পত্রিকার সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরীকে।খবর সোজাসুজি পত্রিকার ফেসবুক পেজেও খবরটি পোস্ট করা হয়েছিল। যদিও খবর সোজাসুজি পত্রিকা দপ্তরে জনৈক উকিল

(এরপর চারের পাতায়)

হাতে লোহার নোয়া থাকায় পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থীকে ! এসএসসি পরীক্ষা না দিয়েই বাড়ি ফিরে গেলেন পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা - হাতে লোহার নোয়া থাকায় পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা পরীক্ষা না দিয়েই প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরে

দেওয়ার অভিযোগ বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থীকে।স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের গেলেন পরীক্ষার্থী।'নতুন বিবাহিত হাতের নোয়া খুলবো না',এই বলে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের ধরনা মঞ্চ ভাঙার প্রতিবাদে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে ধনেখালি কলেজ মোড় থেকে ঝুলনতলা পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল।

শ্রীহীন পথশ্রী !

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশী পেট্রোল পাম্প থেকে হাজিগড় স্টেশন যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা।পিচ পুরো উঠে গেছে।পিচের আর নাম গন্ধ নেই। খানাখন্দে ভরা। একদম দাঁত বের করা অবস্থা।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

যুদ্ধ নয়,শান্তি চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা - ১লা সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও সম্পাদক অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী,

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে বামদলগুলির আহ্বানে কলকাতা মহানগরীতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে,প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের লাগাতার গণহত্যার প্রতিবাদে, প্যালেস্তাইনের গাজার প্রতি সংহতি জানিয়ে, ভারতে আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নিন্দা করে মহামিছিল সংগঠিত হয়।এই শান্তি মিছিলে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্যগণও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের পক্ষে মিছিলে সামিল হয়েছিলেন সাধারণ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব, প্রবীর দেব সহ কুনাল বাগচী, অম্বিকেশ মহাপাত্র, তরুণ পাত্র, তপন গাঙ্গুলী, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেক সংগঠক ও কর্মীগণ। মিছিলে বামদলগুলির পাশাপাশি সামিল ছিল ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কর্মচারী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ও তাদের সংগঠন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে মিছিলে ধ্বনিত শ্লোগান কল্লোলিনী কলকাতাকে কল্লোলিত করে তোলে।

ধনিয়াখালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুকুন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে হাজির ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া,হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকবৃন্দ।

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 07 ● 15 September, 2025

সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা। ধান্দাবাজদের জন্য এ পেশা নয়। এ পেশায় আসতে চাইলে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষা, মেধা এবং আত্মসম্মান বোধ থাকা আবশ্যক। কারণ সাংবাদিকতা ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা কাউকে ব্ল্যাকমেইল করার পেশা নয়। ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মানুষের সামনে সত্যটা তুলে ধরাই সাংবাদিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাংবাদিকতা করতে হলে আগে এই পেশাটাকে ভালবাসতে শিখুন। আর ভালবাসতে না পারলে সাংবাদিকতা পেশা থেকে দূরে সরে যান। কারণ ভিক্ষে করার অনেক পথ আছে। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ধান্দাবাজি করে কিংবা তোলাবাজি করে এই পেশাটাকে হাস্যকর বানাবেন না,অনুরোধ।

আধার

এখন সবেতেই আধার। হলেও আধার,মরলেও আধার। তার ওপর আবার দশ বছর অন্তর আধার কার্ড আপডেটের ঝামেলা। গ্রামীণ এলাকায় নেই পর্যাপ্ত আধার সেন্টার। হাতে গোনা যে কয়েকটা সেন্টার আছে সেখানে আবার ভোর থেকে লাইন। কোথাও বলা হচ্ছে প্রতিদিন ৩০ জনের বেশি লোককে ফর্ম দেওয়া হবে না, কোথাও আবার প্রতিদিন ৫০/৬০ জনের বায়োমেট্রিক হচ্ছে। যেখানে যেমন নিয়ম। হাতে গোনা কয়েকটি পোস্ট অফিস আর ব্যাঙ্কে চলছে আধার আপডেট। চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। আর এই সুযোগে কিছু কম্পিউটার সেন্টার অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আধার কার্ড আপডেট করে দেবার প্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। আধার কার্ড যদি সবেতেই প্রয়োজন হয় তাহলে পর্যাপ্ত আধার সেন্টার নেই কেন ? সরকার স্বীকৃত কেন্দ্রে আধার আপডেটের জন্য কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে ? বিনামূল্যে সরকার কেন এই পরিষেবা সাধারণ মানুষকে দেবে না ? এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো চুপ কেন ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন। মানুষের হয়রানি কমাতে পঞ্চায়েত ভিত্তিক আধার সেন্টার চাই, চাই বিনামূল্যে আধার কার্ড আপডেটের সুবিধা।

পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন - বাঁকুড়া জেলা পুলিশের বিষ্ণুপুর থানার রাধানগর ফাঁড়ির উদ্যোগে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল তিওয়ারি।সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্তপুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান,বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, মহকুমা পুলিশ আধাকারিক সুপ্রকাশ দাশ,

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ১০১ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও ফাঁড়িতে আসা সাধারণ মানুষদের বসার ও আলোচনার জন্য একটি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব বিষ্ণুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক অতনু সাঁতরা প্রমুখ।মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানীয় স্কুল সমূহের মধ্যে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে তাদেরও এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

(প্রথম পাতার পর)

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা

পরীক্ষা না দিয়ে চলে গেলেন এক এসএসসি পরীক্ষার্থী। যদিও আরও একজন পরীক্ষার্থীও শেষ পর্যন্ত নোয়া খুলেই পরীক্ষা দিতে গেলেন পরীক্ষা কেন্দ্রে।পরীক্ষা হলে ঢোকার সময় হাতের নোয়া খুলতে বলায় নোয়া না খুলে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির পথে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিতে আসা সদ্য বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থী।সধবা মেয়ে সিঁদুর শাখা নোয়া কেন খুলবো,প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর।বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থীর দাবি নোয়া খুলব না,তাতে তাদের পরীক্ষা না দিতে হয় দেব না।স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জানান, এরকম অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি।কালনা হিন্দু গার্লস স্কুলের ঘটনা।কালনা হিন্দু গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯৭।নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন খামতি রাখেনি প্রশাসন।পরীক্ষার্থীদের জানানো হয়েছিল, কোনোরকম ধাতবও জিনিস সঙ্গে করে আনা যাবে না,তাই বিবাহিত মেয়েদের হাতের পলা,নোয়া খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ মানতে বলে প্রশাসন।কিন্তু দু'জন পরীক্ষার্থী হাতের নোয়া খুলতে নারাজ ছিলেন।একজন শেষমেশ নোয়া খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকলেও। আরেক বিবাহিত মহিলা প্রার্থী পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।এছাড়াও কোমরের বেল্ট খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে বলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একজন পুরুষ পরীক্ষার্থীও।

করম পুজো ঘিরে উৎসবের মেজাজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা - করম পরব আদিবাসী জাতির একটি কৃষি ভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী উৎসব।ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহাতো সহ প্রায় ৩৮ টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ করম পরব পালন করে।প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে করম পরব হয়ে থাকে।এর সাত / পাঁচ / তিন দিন আগে মেয়েরা ভোরবেলায় শালের দাঁতন কাঠি ভেঙে নদী বা পুকুরে স্নান করে বাঁশ দিয়ে বোনা ছোট টুপা ও ডালায় বালি দিয়ে ভর্তি করেন। তারপর গ্রামের প্রান্তে একস্থানে ডালাগুলিকে রেখে জাওয়া গান গাইতে গাইতে তিন পাক ঘোরে। এরপর তাতে তেল ও হলুদ দিয়ে মটর, মুগ, বুট, জুনার ও কুথির বীজ মাখানো হয়। অবিবাহিত মেয়েরা স্নান করে ভিজে কাপড়ে ছোট শাল পাতার থালায় বীজগুলিকে বুনে দেন ও তাতে সিঁদুর ও কাজলের তিনটি দাগ টানা হয়,যাকে জাওয়া ডালি বলা হয়। এরপর ডালাতে ও টুপাতে বীজ বোনা হয়।এরপর প্রত্যেকের জাওয়া চিহ্নিত করার জন্য কাশকাঠি পুঁতে দেওয়া হয়। একে জাওয়া পাতা বলা হয়।যে সমস্ত কুমারী মেয়েরা এই কাজ করেন, তাঁদের জাওয়ার মা বলা হয়।ডালার জাওয়াগুলিকে নিয়ে তাঁরা গ্রামে ফিরে আসেন। করম পুজোর দিন গ্রামের বয়স্কদের একটি নির্দিষ্ট করা স্থানে দুইটি করম ডাল এনে পুঁতে রাখা হয়, যা সন্ধ্যার পরে করম ঠাকুর এবং ধরম ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। কুমারী

মেয়েরা সারাদিন উপোষ করে সন্ধ্যার পরে থালায় ফুল, ফল সহকারে নৈবেদ্য সাজিয়ে এই স্থানে গিয়ে পূজা করেন। করম ডালে ভেঁট (আলিঙ্গন) নেন, যা বৃক্ষের প্রতি ভালবাসার প্রতীক।এরপর করম ডাল ও জাওয়া ডালি কে ঘিরে নাচ গান চলে।পরদিন সকালে মেয়েরা জাওয়া থেকে অঙ্কুরিত বীজগুলিকে উপড়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন স্থানে সেগুলিকে ছড়িয়ে দেন।এরপর করম ডালটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলাশয়ে ।নদীয়ার আসাননগর ভীমপুর কল্যাণী শান্তিপুর কৃষ্ণনগর করিমপুর তেহটটো চাকদহ সহ বেশ কিছু এলাকায় একটা বড় অংশে আদিবাসীদের বাস। করম উৎসব উপলক্ষে, রামনগর চর,সূত্রাগড় চর, মানিকনগর চর বিভিন্ন এলাকায় আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ল উৎসবের চেহারা।নদীয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গৃহবধূ কৃষক যুবক এমনকি এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও আদিবাসী গান এবং নাচের কর্মশালায় যোগ দেন।ধামসা মাদল একতারা খোল নানান সাবেকী বাদ্যযন্ত্র সহ হারমোনিয়ামে বিভিন্ন গানের কর্মশালা চলে। উদ্যোক্তারা বলেন,আদিবাসীদের বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতির কদর ইদানিং বাড়লেও,তাদের দৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা কর্ম দক্ষতা এসব কিছু শেখার বিদ্যালয়ের বড়ই অভাব।শুধুমাত্র সরকারি ভূমিকাই নয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিকতা এক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন।তবে আদিবাসীদের সংগঠিত করার মাধ্যমে,মেঘাই সরদারের মূর্তি স্থাপন,জেলা ব্যাপী করম গাছের আধিপত্য,বাংলা ক্যালেন্ডারে আদিবাসী বিভিন্ন পরবের অন্তর্ভুক্তি, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ এই সবই হয়েছে তাদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ক্ষমা চেয়ে কান ধরে ওঠবস করছেন তৃণমূল নেতা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - নিয়োগ দুর্নীতিতে ক্ষমা চেয়ে কান ধরে ওঠবস করছেন তৃণমূল নেতা ! সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে দলের নেতারা টাকা নিয়ে মুখ খুলছেন না,গোপনে যোগাযোগ রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারীর সাথে - এই অভিযোগ তুলে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রকাশ্যে কান ধরে ওঠবস করলেন তৃণমূল কাউন্সিলর। পুর দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলে বিপাকে পড়েছিলেন তমলুক পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পার্থসারথি মাইতি। শেষ মেষ কান ধরে ক্ষমা চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ওই তৃণমূল নেতা। এবার শুধু কান ধরে ক্ষমা চাওয়া নয়,রীতিমতো কান ধরে উঠবস করতে দেখা গেলো ওই তৃণমূল নেতাকে। তমলুক পৌরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পার্থসারথি মাইতি তৃণমূলের রাজ্যের যুব সহ সভাপতিও বটে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি নন্দীগ্রামে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শুভেন্দু বলেন,''আমার কোনো আত্মীয়কে এই লিস্টে পাবেন না।'' যা নিয়ে পার্থসারথি মাইতি বলেন, ''শুভেন্দু অধিকারী সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে,সেই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামে বড় বড় কথা বলছেন।

প্রসঙ্গত এই লিস্ট ২০১৬ সালের প্যানেলের। যে সময় শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে ছিলেন। তিনি আসল দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড, কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতারা নিজেদের পদ বাঁচানোর জন্য তার নাম মুখে আনছেন না। যখন এই নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের কোন তৃণমূল নেতৃত্ব মুখ খুলছেন না,সেই জন্য সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্বের হয়ে জনসাধারণের কাছে কান ধরে ক্ষমা স্বীকার করছি। কোন তৃণমূল নেতৃত্ব মুখ খুললেই হয়তো তার পদ চলে যাবে, সেই ভয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব মুখ খুলতে নারাজ।'' ক্ষমা শিকারের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল সমাজ মাধ্যমে। যা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি,পার্থসারথি মাইতির মস্তিষ্কের চিকিৎসা প্রয়োজন। পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়।

হুগলি জেলার হরিপাল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বাসুদেবপুর বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পালন করা হল ''মডেল ভিজুয়াল ক্লিন ভিলেজ'' প্রকল্পের অধীন বিদ্যালয়ে সাফাই অভিযান।প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যবহার বর্জন বা প্লাস্টিক বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করাই ছিল এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ে সাফাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না,হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী,বিডিও পারমিতা ঘোষ, স্কুলের সভাপতি স্বরূপ মিত্র, প্রধান শিক্ষক ফাল্গুনী মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জীবিতকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর স্বরডাঙ্গা এলাকায় ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ।চরম বিপাকে ভোটার তালিকায় মৃত কিন্তু বাস্তবে জীবিত খোকন দাস।জানা গেছে খোকন দাসের ভোটার কার্ড নম্বর TFM২৫৫৪০৪৬, পার্ট নং ২০০। গত ৩০ বছর ধরে তিনি ভোটার তালিকাভুক্ত এবং নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন।শুধু তিনিই নন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেরও দীর্ঘদিন ধরেই একই তালিকায় নাম রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকায় দেখা যায়, তাঁকে মৃত দেখিয়ে ৬৪১ নম্বর সিরিয়াল থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এদিন খোকনবাবু বিষয়টি নিয়ে গভীর

উদ্বেগ প্রকাশ করে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন।পাশাপাশি কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। আবেদনপত্রে তিনি বলেন, ‘‘আমি নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছি।হঠাৎ করে আমাকে মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ায় আমি হতবাক।’’ এ প্রসঙ্গে কালেখাতলা ১ পঞ্চায়েতের প্রধান পঙ্কজ দে জানান,‘‘এ ধরনের সমস্যায় অন্য কেউ পড়েছেন কিনা খতিয়ে দেখা হবে। আমি খোকনবাবুকে নির্বাচন কমিশনে জানানোর পরামর্শ দিয়েছি। বিষয়টি চক্রান্তও হতে পারে।’’ এদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা সমর দাস কড়া ভাষায় প্রশাসনকে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘এভাবে জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে নাম কেটে দেওয়া হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা কোথায় ! নির্বাচনী দফতরে শাসক দলের আশীর্বাদধন্য অপদার্থ সরকারি কর্মীরা আছেন। তারাই এই কান্ড ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়। বিষয়টি আমরা দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবো।’’ঘটনারপর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন,‘‘আজ যদি খোকন দাসকে মৃত দেখানো হয়, কাল আমাদের সঙ্গেও কি একই ঘটনা ঘটবে না ?’’

টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের দাবিতে সরব আইএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিধানসভা ভবনের সামনে বিক্ষোভরত ২০২২ টেট উত্তীর্ণদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলার তীব্র নিন্দা করল আইএসএফ। বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতি জারি করে আইএসএফ জানিয়েছে,‘‘২০২২ সাল নাগাদ শেষ বারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।এই পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য হয়েছিলেন, তাঁরা বারবার বলে আসছিলেন যে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হোক। কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে নানানভাবে আবেদন, নিবেদন, প্রতিবাদ করার পরেও রাজ্য সরকার এই চাকুরি প্রার্থীদের কথায় কর্ণপাত করছে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার মানুষকে জ্ঞান দিয়ে চলেছে যে নানারকম মামলা চলার জন্য চাকুরিতে নিয়োগ হচ্ছে না। কিন্তু ২০২২ সালে হওয়া এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন মামলা মোকদ্দমা নেই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক সাক্ষাৎকার হবে। তারপর মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। এটা করতে সরকারের যাবতীয় গড়িমসি। প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে হতাশায় ডুবে রয়েছেন। বিকাশ ভবনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যের ২২টি জেলায় মোট ৪৯, ৩৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২, ২১৫টি বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক নেই অথবা মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। স্বাভাবিকভাবেই অনেক পড়ুয়া স্কুলছুট হচ্ছে। তাহলে একদিকে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে গরীব প্রান্তিক মানুষের ভবিষ্যত ধ্বংসের পথে। এই পরিস্থিতিতে আজ কলকাতায় বিধানসভা ভবনের সামনে ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিকভাবে তারা তাদের ক্ষোভের কথা জানাচ্ছিলেন। পুলিশ ওখানে অনেক হবু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে

টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলে। পুলিশের এই আচরণকে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নিন্দা জানাচ্ছে। যাদের আটক করা হয়েছে তাদের নিঃশর্তে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে আইএসএফ। অবিলম্বে টেট উত্তীর্ণদের মৌখিক সাক্ষাৎকার নিয়ে নিয়োগের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি যাতে সচল থাকে তার জন্য সরকারকে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।’’

পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল মাষ্টার প্যারেড

নিজস্ব সংবাদদাতা - পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে ১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত হল একটি মাষ্টার প্যারেড। এদিনের অনুষ্ঠানের কিছু কর্মসূচির অংশ হিসাবে ছিল বাইক রঙ্গালি এবং এক চিত্তাকর্ষক আনআর্মড কমব্যাট (UAC) প্রদর্শনী, যেটি একটি শৃঙ্খলা, সচেতনতা এবং প্রস্তুতির প্রতীক। আজকের অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া রেঞ্জের আইজি শীশ রাম ঝাঝারিয়া পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে বাইক র‍্যালির উদ্বোধন করেন এবং এর সাথে আউটডোর ডিউটির সময় মহিলা পুলিশ কর্মীদের অসুবিধা মোকাবিলা করতে একটি বিশেষ মোবাইল টয়লেট সুবিধার উদ্বোধন করেন।সড়ক নিরাপত্তা ও টহলদারির ব্যবস্থা আরও জোরদার করার অংশ হিসেবে ট্রাফিক গার্ড ও টহলদারি দায়িত্বের জন্য ১২টি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল চালু করা হয়।এই

মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সিদ্ধার্থ দর্জি,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশনস) মাকসুদ হাসান সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্মীরা। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি উদযাপিত হলো বিভিন্ন সমাজমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে, যার মধ্যে ছিল শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ র‍্যালি, খেলাধুলায় উৎসাহিত করার জন্য ফুটবল বিতরণ, রক্তদান শিবির এবং হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, যা সমাজের প্রতি বাঁকুড়া জেলা পুলিশের আন্তরিকতা, সহমর্মিতা এবং নিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে অভিব্যক্ত করে।

পথ দুর্ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল গুড়াপ থানার পুলিশ।রাস্তার পাশে বা রাস্তার ওপর ফেলে রাখা ইট,বালি,পাথর,কাঠ দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন্য গুড়াপ থানা এলাকায় মাইকিং করল পুলিশ।রাস্তার পাশে/ওপরে ফেলে রাখা ইট,বালি, পাথর,কাঠ দ্রুত সরিয়ে না নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে গুড়াপ থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে ১ সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ১৩৮ জন পুলিশ কর্মীকে তাঁদের নিষ্ঠা,কর্মদক্ষতা ও সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হল। উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

রাস্তায় যমরাজ !

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাস্তায় যমরাজ ! দুর্গাপুরের মুচিপাড়া

ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে দেখা গেল এক অভিনব দৃশ্য,সোজা রাস্তায় নেমে এলেন যমরাজ ! তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটি ছিল এক ব্যতিক্রমী সচেতনতামূলক প্রচার। রাস্তার নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে বার্তা দিতে ট্রাফিক পুলিশই এবার ধরলেন অভিনয়ের রাস্তা। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় যারা অভ্যস্ত, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই অভিনব কৌশল। যমরাজের বেশে এক ব্যক্তি পথচলতি বাইক আরোহীদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজির ট্রাফিক আধিকারিকরাও। কেউ হেলমেট ছাড়া থাকলেই দিচ্ছেন কড়া ধমক। একাধারে সতর্কতা,অন্যদিকে বার্তা, ‘‘জীবন একটাই, নিয়ম না মানলে পরিণতি যমরাজের হাতেই !’’ এদিন মুচিপাড়া মোড়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য চলল এই অভিনব কার্যক্রম। পথচলতি মানুষজন থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন এই অভিনব সচেতনতাকে।অনেকেই বললেন, ‘‘এভাবে প্রচার করলে সহজে মনের মধ্যে গেঁথে যায় বার্তাটা।’’ ট্রাফিক আধিকারিকদের স্পষ্ট কথা, শুধু আইন করলেই হবে না,মানুষকে বোঝাতে হবে। আর সেই কারণেই এই অভিনব উদ্যোগ। দুর্গাপুরের রাস্তায় আরও কিছুদিন চলবে এমনই সচেতনতা প্রচার।সবশেষে, পুলিশের বার্তা একটাই নিয়ম মেনে চালান, নিরাপদে বাঁচুন।নয়তো যেকোনো সময় হাজির হতে পারেন যমরাজ !

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে প্রিয় শিক্ষক সেখ শামসুদ্দিন,শেখ গোলাম এহিয়া,শক্তি প্রসাদ ধারা ও পরেশ চন্দ্র দত্তের বাড়িতে হাজির প্রাক্তন দুই ছাত্র,জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন।প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে পেয়ে আপ্লুত বেরুগ্রাম হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত এই চারজন শিক্ষক।

ভাতার ব্লকের এরুয়ার বি এন চৌধুরী নিম্নবুনিয়াদী বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ।সরাসরি সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনেন তিনি।ক্যাম্পে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।

পাড়াতল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাড়াতল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির পরিদর্শন করলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক,পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিবৃন্দ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী।তখন তিনি কিছু বলেননি কেন ? এখন গলাবাজি করলে হবে ? তিনি কি ধোয়া তুলসি পাতা ? উঠছে প্রশ্ন।

● সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে ১৮০৬ জন দাগি শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

● ২৬০০০ হাজারের মধ্যে দাগি মাত্র ১৮০৬ ! নাম আর রোল নম্বর প্রকাশ করেই দায় সেরেছে এসএসসি।নেই স্কুলের নাম,নেই বাদ দেওয়ার কারণ।এখনও এত রাখঢাক কেন,উঠছে প্রশ্ন।

● ১৮০৬ জনের জন্য ২৬০০০ চাকরি বাতিল ! লিস্টটা তো আগে কোর্টে জমা দিলেই হতো।তাহলে তো আর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।কাকে বাঁচাতে যোগ্যদেরও পথে বসালেন? উঠছে প্রশ্ন।

● তিন মাসের পুরোনো পুখুরিয়া মার্ডার কেসের কিনারা করল পুলিশ।স্ত্রীকে খুনের দায়ে স্বামীকে গ্রেফতার করল পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

● ধনেখালি বিধানসভার বাবনান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গনেশপুর সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।প্রবল উচ্ছ্বাস তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

● '' তৃণমূল সরকার এই সময় মানুষের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে।মানুষ এই সরকারের পতন চাই'' বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন পূর্বস্থলীর সিপিএম নেতা প্রদীপ সাহা।

● হুগলি জেলা পুলিশে রদবদল।খানাকুল থানার নতুন ওসি হলেন সমীর মুখার্জি।দাদপুর থানার নতুন ওসি হলেন মুন্সী হামিদুর রহমান।

● বর্ধমান স্টেশন এলাকায় ধরা পড়ল ভুয়ো পুলিশ। হরিয়ানা পুলিশের লোগো লাগানো পোশাক গায়ে তোলাবাজির অভিযোগ।ধৃতের বাড়ি ভাতার থানা এলাকায় বলে জানা গেছে।

● সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ দশঘরার জনৈক উকিল সাহাবাবুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গুড়াপ থানার পুলিশ।

● সরকার যদি সংখ্যালঘুদের শুধু ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে আগামী দিনে তার জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

ধনেখালিতেও এবার অনুব্রত'র ছায়া !

(প্রথম পাতার পর)

সাহাবাবুর হুমকি ফোন এখনও আসেনি।ধনেখালি ব্লকের একটি নামকরা স্কুলের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বলে ভিডিও টা প্রকাশ করা হয়েছিল।শিক্ষক দিবসের দিন স্কুলে ডিজে বাজিয়ে হিন্দি গানের তালে তালে কোমর দুলিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের নাচ নিমেষের মধ্যেই সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়,সমালোচনার ঝড় ওঠে সোস্যাল মিডিয়ায়।শিক্ষক দিবসের নামে এই বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে সরব হন এলাকার মানুষজন।আর তারপরেই আসে হুমকি ফোন।প্রকাশিত খবরে স্কুলের নাম না থাকলেও ফোন করে উকিল পরিচয় দিয়ে দশঘরায় কাগজ বিক্রি করতে গেলে খবর আজ কাল পরশু পত্রিকার সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরীকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। হুমকি ফোনের কল রেকর্ডিংও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে।পত্রিকা দপ্তরে ফোন করে তিনি নিজেকে 'অ্যাডভোকেট প্রদ্যুৎ সাহা' হিসেবে পরিচয় দেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই জনৈক উকিল সাহাবাবু হলেন দশঘরা হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি।এই যদি স্কুলের প্রেসিডেন্টের মুখের ভাষা হয় তাহলে তিনি স্কুল কেমন চালাবেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে! এ বিষয়ে খবর আজ কাল পরশু পত্রিকার সম্পাদক আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী জানিয়েছেন, ''স্কুলের বদনাম করার কোনো অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। সেজন্য স্কুলের নামও আমরা উল্লেখ করিনি। কিন্তু সাহাবাবু ফোন করে নিজের নাম পরিচয় সহ দশঘরা হাইস্কুলের নাম উল্লেখ করে নিজেই ধরা দিলেন। সব কিছু জেনেও উনি ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।আমরা চেয়েছিলাম সকলকে সতর্ক ও সচেতন করতে,যাতে আগামী দিনে শিক্ষক দিবসের নামে আর এরকম ঘটনা না ঘটে।কিন্তু সতর্ক না হয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি,আত্মসমালোচনা না করে সংবাদ মাধ্যমকে আক্রমণ করছেন।হুমকি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন কোনো কাজ হয় কিনা ! তাছাড়া নিজেকে একজন কোর্ট অফিসার পরিচয় দিয়ে দশঘরায় কাগজ বিক্রি করতে এলে তিনি লোক দিয়ে আক্রমণ করার কথা বলেছেন।এ অধিকার তিনি পেলেন কোথায় ? কোন্ রঙের জোরে ? এতো কথার তো কোনো দরকার ছিল না,উনি ফোন না করে পত্রিকা দপ্তরে তো আইনিস্ক নোটিশ পাঠাতে পারতেন।সেটা না করে তিনি কি হুমকি দিয়ে আইনত 'অপরাধ' করে বসলেন না ? তাঁর কাছে তো সবসময় আদালত খোলাই আছে।তাহলে ? আর যারা শিক্ষক দিবসের নামে এমন নাচাগানাকে সমর্থন করেছেন বা শিক্ষকদের আড়াল করতে চেয়েছেন,তারা পরোক্ষভাবে আসল বিষয়টি আড়াল করতে পারলেন কি ? আমাদের কলমটা স্কুলের বিরুদ্ধে নয়,স্কুলে শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবেশকে ঘিরে।তবুও শাক দিয়ে মাছ ঢাকার যারা চেষ্টা করেছেন, তারা স্কুলে অন্য একটা পরিবেশ তৈরি করতেই চেয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনে এটা কখনোই কাম্য নয়,অতীব নিন্দনীয় ঘটনা।'' খবর সোজাসুজি পত্রিকার পক্ষ থেকেও ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এই আক্রমণ কোনো ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়।সাংবাদিককে হুমকি দেওয়ার ঘটনায় ধনেখালির দশঘরার জনৈক উকিল সাহাবাবুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জমা পড়েছে থানায়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে গুড়াপ থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই এখন দেখার।

পরিবহন শ্রমিকদের নিবন্ধনকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ও জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় জামালপুর বাসস্ট্যান্ডে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল পরিবহন শ্রমিকদের নিবন্ধীকরণের বিশেষ শিবির।এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম শ্রমাধ্যক্ষ(দুর্গাপুর) মনোজ সাহা,যুগ্ম শ্রমাধ্যক্ষ(বর্ধমান সদর দক্ষিণ)দেবাশীষ মন্ডল,জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খাঁন এবং জামালপুরের ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক

শুভাশীষ ব্যানার্জী।পরিবহন শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবহন শ্রমিকরা ৬০ বছর বয়সের পর মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা করে পেনশন পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিবহন শ্রমিকদের পেনশন ৭৫০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।এছাড়া কোনো শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবারের সদস্য ফ্যামিলি পেনশন পেয়ে থাকেন। এরই সাথে শ্রমিকদের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার বইও দেওয়া হয়,যেখানে একজন শ্রমিকের একাউন্টে রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ৫৫ টাকা জমা করেন এবং ৬০ বছর বয়সের পর সুদসহ ওই টাকা শ্রমিক ফেরত পান। এছাড়া দুর্ঘটনা জনিত কারণে মৃত্যু হলে পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পরিবহন শ্রমিকদের হাতে সামাজিক মুক্তি কার্ড ও পাশ বই তুলে দেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে প্রায় ৭০০ জন পরিবহন শ্রমিক নিজেদের নাম নিবন্ধিত করেছেন বলে জানা গেছে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com